যুগান্তর

তারিখ 25 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দেড় লাখ কোটি টাকার মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রয়োগ হবে বিশ্বব্যাংকের নতুন অর্থায়ন পদ্ধতি

হামিদ-উজ-জামান

মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বড় ধরনের সহায়তা দিচ্ছে উন্নয়ন সহযোগীরা। আর এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাংকের নতুন অর্থায়ন পদ্ধতি 'প্রোগ্রাম ফর রেজাল্ট' প্রয়োগ করা হবে। এ পদ্ধতিতে উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ আলাদাভাবে ছাড় দেয়া হবে না। অর্থ সরকারি ট্রেজারিতে জমা হবে। ফলে অর্থছাড়ে জটিলতা কমবে এবং কর্মসূচির লক্ষ্য পূরণ সহজ হবে। এক্ষেত্রে রাজস্ব বাজেট বা উন্নয়ন বাজেট বলে কিছু থাকবে না। একীভূত বাজেটের পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হবে। এ পদ্ধতির আওতায় বেশ কিছু ডিসবার্সমেন্ট লিংক ইন্ডিকেটর (ডিএলআই) বা নির্দেশক থাকবে। এসব নির্দেশক পূরণ করা হলে তারপর অর্থছাড় করা হবে। এরই মধ্যে এ কর্মসূচির বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতাও হয়েছে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের চিফ ইকনোমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন জানিয়েছেন, 'এ পদ্ধতিতে ক্রয়ের ভিত্তিতে অর্থছাড়ের পরিবর্তে ফলাফলের ভিত্তিতে অর্থ ছাড় করা হবে। অর্থছাড়ে বিলম্ব হবে না।'

> 'প্রোগ্রাম ফর রেজাল্ট' নামের এ পদ্ধতিতে ক্রয়ের পরিবর্তে ফলাফল ভিত্তিতে অর্থ ছাড় দেয়া হবে, ফলে কমবে জটিলতা
> —— ড. জাহিদ হোসেন

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইআরডির অতিরিক্ত সচিব ও বিশ্বব্যাংক উইংয়ের প্রধান মাহমুদা বেগম যুগান্তরকে বলেন, 'জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পে পরীক্ষামূলকভাবে 'প্রোগ্রাম ফর রেজাল্ট' পদ্ধতি চালু করা হয়। সেটি সফল হওয়ায় মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শুরু হতে যাওয়া কর্মসূচিতে নতুন এ পদ্ধতির আনুষ্ঠানিক প্রয়োগ করা হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।'

তিনি জানান, মাধ্যমিক শিক্ষায় এবারই প্রথম প্রকল্প থেকে বেরিয়ে কর্মসূচি হাতে নেয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে একীভূত বাজেটও হবে এই প্রথম। এতে দাতাদের টাকার কোনো আলাদা রং থাকবে না। সব টাকাই সরকারি ট্রেজারিতে জমা হবে। সেখান থেকেই ব্যয় করা হবে। আবার প্রোগ্রাম ফর রেজাল্টও প্রথম প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ কর্মসূচির ফলে মাধ্যমিক ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

প্রয়োগ হবে বিশ্বব্যাংকের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষায় বাজেট বৃদ্ধি পাবে বলেও জানান তিনি। ইআরডি সূত্র জানায়, পাঁচ বছর মেয়াদি 'মাধ্যমিক শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি' বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগীরা ঋণ ও অনুদান মিলে ১৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে, যা স্থানীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ৮০ টাকা ধরে) প্রায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে বিশ্বব্যাংক দেবে ৫০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ, যা স্থানীয় মুদ্রায় (প্রতি ডলার ৮০ টাকা হিসাবে) প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। এছাড়া ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুদানও দেবে সংস্থাটি। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) প্রথম পর্যায়ে ঋণ দেবে ২২ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার, যা স্থানীয় মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। গ্লোবাল ফান্ড অনুদান হিসেবে দেবে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই সঙ্গে আরও অনেক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশ এ কর্মসূচিতে অর্থায়ন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আর উন্নয়ন সহযোগীদের নেতৃত্বে থাকবে বিশ্বব্যাংক। তবে শুধু অর্থায়নই নয়, মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নে কারিগরি সহায়তাও চাওয়া হয়েছে উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা কারিকুলাম সংস্কার করা হবে। পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের মানোন্নয়ন বিশেষ করে বিজ্ঞান ও ইংরেজি শিক্ষকদের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়া হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংস্কার, শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন আনা হবে। মূল কথা হচ্ছে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মান এবং চাকরি উপযোগী করতে যা যা করার প্রয়োজন, তার সবকিছুই করা হবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে।

নতুন পদ্ধতির বিষয়ে ঢাকায় নিযুক্ত বিশ্বব্যাংকের চিফ ইকনোমিস্ট ড. জাহিদ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, 'এটি একটি নতুন পদ্ধতি। এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা হবে ফলাফল ভিত্তিতে। একে বলে ডিসবার্সমেন্ট লিংক রেজাল্ট (ডিএলআর)। এ ডিসবার্সমেন্ট লিংক রেজাল্ট পরিমাপ করার জন্য কতগুলো ডিসবার্সমেন্ট লিংক ইন্ডিকেটর থাকে (ডিএলআই)। এই ডিএলআইয়ের ওপর অর্থ বরাদ্দ থাকে। অর্থাৎ উল্লেখ থাকে— এসব কাজ করলে এই পরিমাণ অর্থছাড় হবে। বর্তমানে ক্রয়ের ভিত্তিতে অর্থছাড় হয়। এতে করে অনেক সময় অর্থছাড়ে বিলম্ব ঘটে। কেননা ক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত করতে অনেক কাজ করতে হয়। সেই জায়গা থেকে সরে এসে ফলাফলভিত্তিক অর্থছাড় পদ্ধতিতে যাওয়া হচ্ছে। ফলে অর্থছাড়ে বিলম্ব ঘটবে না। তাই কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনে এ 'প্রোগ্রাম ফর রেজাল্ট' বেশি সহায়ক হবে বলে আশা করছি।' সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শুধু যে সরকারের পক্ষ থেকে নানা কারণে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়, বিষয়টি তেমন নয়। বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পে অর্থায়নকারী উন্নয়ন সহযোগীদেরও আমলাতান্ত্রিকতাসহ নানা কারণে অনেক সময় প্রকল্পের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন— প্রকল্প বাস্তবায়নের শুরু থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে ধাপে ধাপে তাদের মতামত বা ক্লিয়ারেন্স নিতে হয়। এসব প্রক্রিয়া করতে অনেক সময় লেগে যায়। ছোট বিষয়ে উন্নয়ন সহযোগীদের মতামত চাওয়া হলে স্থানীয় অফিসের কোনো ক্ষমতা না থাকায় তা প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়। সেখান থেকে উত্তর আসতে অনেক সময় চলে যায়। তবে নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হলে সরকার বাংলাদেশের নিয়মকানুন মেনেই প্রকল্পে কেনাকাটাসহ সব কার্যক্রম করতে পারবে। এক্ষেত্রে বারবার উন্নয়ন সহযোগীদের দ্বারস্থ হতে হবে না। ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুত হবে। উন্নয়ন সহযোগীদের নির্ধারণ করে দেয়া নির্দেশক পূরণ হল কিনা, তা যাচাই করবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এন.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর